1. গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।  
   কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।  
   রাশি রাশি ভারা ভারা  
   ধান কাটা হলো সারা,  
   ভরা নদী ক্ষুরধারা  
   খরপরশা।  
   কাটিতে কাটিতে ধান এ্লো বরষা।  
   একখানি ছোট ক্ষেত , আমি একেলা,  
   চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।  
   পরপারে দেখি আঁকা  
   তরুছায়া মসীমাখা  
   গ্রামখানি মেঘে ঢাকা  
   প্রভাত বেলা–  
   এ পাড়েতে ছোট ক্ষেত, আমি একেলা।  
   গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পাড়ে,  
   দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।  
   ভরা-পালে চলে যায়,  
   কোনো দিকে নাহি চায়,  
   ঢেউ গুলি নিরুপায়  
   ভাঙ্গে দু-ধারে–  
   দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।  
   ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্‌ বিদেশে,  
   বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে।  
   যেও যেথা যেতে চাও,  
   যারে খুশি তারে দাও,  
   শুধু তুমি নিয়ে যাও  
   ক্ষণিক হেসে  
   আমার সোনার ধান কূলেতে এসে।  
   যত চাও তত লও তরণী-‘পরে।  
   আর আছে?– আর নাই, দিয়েছি ভরে।  
   এতকাল নদীকূলে  
   যাহা লয়ে ছিনু ভুলে  
   সকলি দিলাম তুলে  
   থরে বিথরে–  
   এখন আমারে লও করুণা করে।  
   ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই– ছোটো সে তরী  
   আমারি সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।  
   শ্রাবণ গগন ঘিরে  
   ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,  
   শূন্য নদীর তীরে  
   রহিনু পড়ি–  
   যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।
2. তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি  
   শত রূপে শত বার  
   জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।  
   চিরকাল ধরে মুগ্ধ হৃদয়  
   গাঁথিয়াছে গীতহার,  
   কত রূপ ধরে পরেছো গলায়,  
   নিয়েছ সে উপহার  
   জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।

যত শুনি সেই অতীত কাহিনী,  
প্রাচীন প্রেমের ব্যথা,  
অতি পুরাতন বিরহমিলন কথা,  
অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে  
দেখা দেয় অবশেষে  
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া  
তোমারি মুরতি এসে,  
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুভতারকা বেশে।

আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি  
যুগল প্রেমের স্রোতে  
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।  
আমরা দুজনে করিয়াছি খেলা  
কোটি প্রেমিকের মাঝে  
বিরহ বিধুর নয়ন সলিলে,  
মিলন মধুর লাজে—  
পুরাতন প্রেম নিত্য নূতন সাজে।

আজি সেই চির দিবসের প্রেম  
অবসান লভিয়াছে  
রাশি রাশি হয়ে তোমার পায়ের কাছে।  
নিখিলের সুখ, নিখিলের দুখ,  
নিখিল প্রাণের প্রীতি,  
একটি প্রেমের মাঝারে মিশেছে  
সকল প্রেমের স্মৃতি—  
সকল কালের সকল কবির গীতি।

4. জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে  
এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে  
সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর । কোন শক্তি মোরে  
ফুটাইলো এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে  
অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো ।।

1. তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত  
   যখনি নয়ন মেলী নিরখিনু ধরা  
   কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,  
   নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার —

তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার  
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম  
নিতান্তই পরিচিত, একান্তই মম ।।

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি  
ধরেছে আমার কাছে জননী মুরতি ।।

তবু কি ছিলো না তব সুখ-দুঃখ যত  
আশা নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আমাদেরই মত  
হে অমর কবি ? ছিলো না কি অনুক্ষণ  
রাজসভা-ষড়যন্ত্র, আঘাত গোপন ?  
কখনো কি সহ নাই অপমানভার,  
অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,  
অভাব কঠোর ক্রূর— নিদ্রাহীন রাতি  
কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি ?  
তবু সে-সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল  
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল  
আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই  
দুঃখ দৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিন্হ নাই ।  
জীবন মন্থনবিষ নিজে করি পান  
অমৃত যা উঠেছিলো করে গেছো দান ।।

1. তোমার কাছে চাই নি কিছু, জানাই নি মোর নাম,  
   তুমি যখন বিদায় নিলে নীরব রহিলাম।  
   একলা ছিলেম কুয়ার ধারে নিমের ছায়াতলে,  
   কলস নিয়ে সবাই তখন পাড়ায় গেছে চলে।  
   আমায় তারা ডেকে গেল, ' আয় গো বেলা যায়।'  
   কোন্ আলসে রইনু বসে কিসের ভাবনায়।।

পদধ্বনি শুনি নাইকো কখন তুমি এলে।  
কইলে কথা ক্লান্তকন্ঠে— করুণ চক্ষু মেলে—  
' তৃষাকাতর পান্থ আমি।' শুনে চমকে উঠে  
জলের ধারা দিলেম ঢেলে তোমার করপুটে।  
মর্মরিয়া কাঁপে পাতা, কোকিল কোথা ডাকে—  
বাবলা ফুলের গন্ধে ওঠে পল্লীপথের বাঁকে।।

যখন তুমি শুধালে নাম পেলেম বড়ো লাজ—  
তোমার মনে থাকার মতো করেছি কোন্ কাজ !  
তোমায় দিতে পেরেছিলেম একটু তৃষার জল,  
এই কথাটি আমার মনে রহিল সম্বল।  
কুয়ার ধারে দুপুরবেলা তেমনি ডাকে পাখি,  
তেমনি কাঁপে নিমের পাতা— আমি বসেই থাকি।।

1. করিয়াছি বাণীর সাধনা দীর্ঘকাল ধরি ;  
   আজ তার ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।  
   বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়  
   তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।

নিজেরে করিয়া অবহেলা  
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।  
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত  
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।  
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে  
অকূল সিন্ধুরে  
নিবেদন করিতে প্রণাম।  
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

1. চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল,  
   এ কথা বলিতে চাও বোলো।  
   এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল—  
   তার পরে যদি তুমি ভোল  
   মনে করাব না আমি শপথ তোমার,  
   আসা যাওয়া দু দিকেই খোলা রবে দ্বার—  
   যাবার সময় হলে যেয়ো সহজেই,  
   আবার আসিতে হয় এসো।  
   সংশয় যদি রয় তাহে ক্ষতি নেই,  
   তবু ভালোবাস যদি বেসো।।

বন্ধু, তোমার পথ সম্মুখ জানি,  
পশ্চাতে আমি আছি বাঁধা।  
অশ্রুনয়নে বৃথা শিরে কর হানি  
যাত্রায় নাহি দিব বাধা।  
আমি তব জীবনের লক্ষ্য তো নহি,  
ভুলিতে ভুলিতে যাবে হে চিরবিরহী,  
তোমার যা দান তাহা রহিবে নবীন  
আমার স্মৃতির আঁখিজলে—  
আমার যা দান সেও জেনো চিরদিন  
রবে তব বিস্মৃতিতলে ।।

দূরে চলে যেতে যেতে দ্বিধা করি মনে  
যদি কভু চেয়ে দেখ ফিরে,  
হয়তো দেখিবে আমি শূন্য শয়নে—  
নয়ন সিক্ত আঁখিনীরে।  
মার্জনা কর যদি পাব তবে বল,  
করুণা করিলে নাহি ঘোচে আঁখিজল—  
সত্য যা দিয়েছিলে থাক্ মোর তাই,  
দিবে লাজ তার বেশী দিলে।  
দুঃখ বাঁচাতে যদি কোনোমতে চাই  
দুঃখের মূল্য না মিলে।।

দুর্বল ম্লান করে নিজ অধিকার  
বরমাল্যের অপমানে।  
যে পারে সহজে নিতে যোগ্য সে তার,  
চেয়ে নিতে সে কভু না জানে।  
প্রেমেরে বাড়াতে গিয়ে মিশাব না ফাঁকি,  
সীমারে মানিয়া তার মর্যাদা রাখি—  
যা পেয়েছি সেই মোর অক্ষয় ধন,  
যা পাই নি বড়ো সেই নয়।  
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন  
চিরবিচ্ছেদ করি জয়।।

1. পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে  
   শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।  
   বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।  
   হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।  
   মাঝখানে আমি আছি,  
   চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।  
   আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ—  
   জানে তা কি এ কালিম্পঙ ?।

ভান্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর  
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।  
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,  
এ শুভ সংবাদ জানাবারে  
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে  
অনাহত সুরে  
প্রভাতে সোনার ঘন্টা বাজে ঢঙ ঢঙ—  
শুনেছি কি এ কালিম্পঙ ?।

1. খুলে দাও দ্বার,  
   নীলাকাশ করো অবারিত ;  
   কৌতুহলী পুষ্পগন্ধ কক্ষে মোর করুক প্রবেশ ;  
   প্রথম রোদের আলো  
   সর্বদেহে হোক সঞ্চারিত শিরায় শিরায় ;  
   আমি বেঁচে আছি, তারি অভিনন্দনের বাণী  
   মর্মরিত পল্লবে পল্লবে আমারে শুনিতে দাও ;

এ প্রভাত  
আপনার উত্তরীয়ে ঢেকে দিক মোর মন  
যেমন সে ঢেকে দেয় নবশষ্প শ্যামল প্রান্তর।  
ভালোবাসা যা পেয়েছি আমার জীবনে  
তাহারি নিঃশব্দ ভাষা  
শুনি এই আকাশে বাতাসে,  
তারি পুণ্য-অভিষেকে করি আজ স্নান।  
সমস্ত জন্মের সত্য একখানি রত্নহাররূপে  
দেখি ওই নীলিমার বুকে।

1. যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।   
   বেণী নাহয় এলিয়ে রবে, সিঁথে নাহয় বাঁকা হবে,  
   নাই-বা হল পত্রলেখায় সকল করুকাজ।   
   কাঁচল যদি শিথিল থাকে নাইকো তাহে লাজ।   
   যেমন আছ তেমনি এসো, আর কোরো না সাজ।।

এসো দ্রুত চরণদুটি তৃণের ’পরে ফেলে।   
ভয় কোরো না—অলক্তরাগ মোছে যদি মুছিয়া যাক,  
নূপুর যদি খুলে পড়ে নাহয় রেখে এলে।   
খেদ কোরো না মালা হতে মুক্তা খসে গেলে।   
এসো দ্রুত চরণদুটি তৃণের ’পরে ফেলে।।

হেরো গো ওই আঁধার হল, আকাশ ঢাকে মেঘে।   
ও পার হতে দলে দলে বকের শ্রেণী উড়ে চলে,  
থেকে থেকে থেকে শূণ্য মাঠে বাতাস ওঠে জেগে।   
ওই রে গ্রামের গোষ্ঠমুখে ধেনুরা ধায় বেগে।   
হেরো গো ওই আঁধার হল, আকাশ ঢাকে মেঘে।।

প্রদীপখানি নিবে যাবে, মিথ্যা কেন জ্বালো ?  
কে দেখতে পায় চোখের কাছে কাজল আছে কি না আছে,  
তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো।   
আঁখির পাতা যেমন আছে এমনি থাকা ভালো।   
কাজল দিতে প্রদীপখানি মিথ্যা কেন জ্বালো ?।

এসো হেসে সহজ বেশে, আর কোরো না সাজ।   
গাঁথা যদি না হয় মালা ক্ষতি তাহে নাই গো বালা,  
ভূষণ যদি না হয় সারা ভূষণে নাই কাজ।   
মেঘে মগন পূর্বগগন, বেলা নাইরে আজ।   
এসো হেসে সহজ বেশে, নাই-বা হল সাজ।।

1. ধৃতরাষ্ট্র। আজি ধর্ম পরাজিত।

দুর্যোধন। লোকধর্ম রাজধর্ম এক নহে পিতঃ !  
...  
রাজধর্মে ভ্রাতৃধর্ম বন্ধুধর্ম নাই,  
শুধু জয়ধর্ম আছে ; মহারাজ, তাই  
আজি আমি চরিতার্থ, আজি জয়ী আমি—  
সম্মুখের ব্যবধান গেছে আজি নামি  
পান্ডবগৌরবগিরি পঞ্চচূড়াময়।

ধৃতরাষ্ট্র। জিনিয়া কপট দ্যূতে তারে কোস জয় ?  
লজ্জাহীন অহংকারী !

দুর্যোধন। যার যাহা বল  
তাই তার অস্ত্র, পিতঃ, যুদ্ধের সম্বল।   
ব্যাঘ্রসনে নখে দন্তে নহিকো সমান,   
তাই ব’লে ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ  
কোন নর লজ্জা পায় ? মূঢ়ের মতন  
ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু-মাঝে আত্মসমর্পণ  
যুদ্ধ নহে। জয়লাভ এক লক্ষ্য তার।   
আজি আমি জয়ী পিতঃ, তাই অহংকার।

ধৃতরাষ্ট্র। আজি তুমি জয়ী, তাই তব নিন্দাধ্বনি  
পরিপূর্ণ করিয়াছে অম্বর অবনী  
সমুচ্চ ধিক্কারে।

দুর্যোধন। নিন্দা ! আর নাহি ডরি,  
নিন্দারে করিব ধ্বংস কন্ঠরুদ্ধ করি।   
নিস্তব্ধ করিয়া দিব মুখরা নগরী  
স্পর্ধিত রসনা তার দৃঢ়বলে চাপি  
মোর পাদপীঠতলে। দুর্যোধন পাপী,  
দুর্যোধন ক্রূরমনা, দুর্যোধন হীন—  
নিরুত্তরে শুনিয়া এসেছি এতদিন ;  
রাজদন্ড স্পর্শ করি কহি মহারাজ,  
আপামর জনে আমি কহাইব আজ—  
দুর্যোধন রাজা, দুর্যোধন নাহি সহে  
রাজনিন্দা-আলোচনা, দুর্যোধন বহে  
নিজ হস্তে নিজ নাম।

ধৃতরাষ্ট্র। ওরে বৎস, শোন্,  
নিন্দারে রসনা হতে দিলে নির্বাসন  
নিম্নমুখে অন্তরের গূঢ় অন্ধকারে  
গভীর জটিল মূল সুদূর প্রসারে,  
নিত্য বিষতিক্ত করি রাখে চিত্ততল।

1. শয়নশিয়রে প্রদীপ নিবেছে সবে,  
   জাগিয়া উঠেছি ভোরের কোকিলরবে।   
   অলস চরণে বসি বাতায়নে এসে  
   নূতন মালিকা পরেছি শিথিল কেশে।   
   এমন সময়ে অরুণধূসর পথে  
   তরুণ পথিক দেখা দিল রাজপথে।   
   সোনার মুকুটে পড়েছে উষার আলো,  
   মুকুতার মালা গলায় সেজেছে ভালো।   
   শুধালো কাতরে ‘সে কোথায়’ ‘সে কোথায়’  
   ব্যগ্রচরণে আমারি দুয়ারে নামি—  
   শরমে মরিয়া বলিতে নারিনু হায়,  
   ‘নবীন পথিক, সে যে আমি, এই আমি !’
2. দূর হতে ভেবেছিনু মনে—  
   দুর্জয় নির্দয় তুমি, কাঁপে পৃথ্বী তোমার শাসনে।   
   তুমি বিভীষিকা,  
   দুঃখীর বিদীর্ণ বক্ষে জ্বলে তব লেলিহান শিখা।   
   দক্ষিণ হাতের শেল উঠেছে ঝড়ের মেঘ-পানে,  
   সেথা হতে বজ্র টেনে আনে।   
   ভয়ে ভয়ে এসেছিনু দুরুদুরু বুকে  
   তোমার সম্মুখে।   
   তোমার ভ্রুকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাত,  
   নামিল আঘাত।   
   পাঁজর উঠিল কেঁপে,  
   বক্ষে হাত চেপে  
   শুধালেম, ‘আরো কিছু আছে নাকি—  
   আছে বাকি  
   শেষ বজ্রপাত ?’  
   নামিল আঘাত।।   
   এইমাত্র ? আর-কিছু নয় ?  
   ভেঙে গেল ভয়।   
   যখন উদ্যত ছিল তোমার অশনি  
   তোমারে আমার চেয়ে বড়ো বলে নিয়েছিনু গণি।   
   তোমার আঘাত-সাথে নেমে এলে তুমি  
   যেথা মোর আপনার ভূমি।   
   ছোটো হয়ে গেছ আজ।   
   আমার টুটিল সব লাজ।   
   যত বড়ো হও,  
   তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।   
   ‘আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো’ এই শেষ কথা ব’লে  
   যাব আমি চলে।।
3. আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি।   
   তখন ছিল দখিন হাওয়া আধ্-ঘুমো আধ্-জাগা,  
   তখন ছিল সর্ষেক্ষেতে ফুলের আগুন লাগা,  
   তখন আমি মালা গেঁথে পদ্মপাতায় ঢেকে  
   পথে বাহির হয়েছিলাম রুদ্ধ কুটির থেকে।   
   অনেক হল দেরি,  
   আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।।

বসন্তের সে মালা  
আজ কি তেমন গন্ধ দেবে নবীন সুধা-ঢালা ?  
আজকে বহে পুবে বাতাস, মেঘে আকাশ জুড়ে,  
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে নব নবাঙ্কুরে,  
হাওয়ায় হাওয়ায় নাইকো রে হায় হালকা সে হিল্লোল—  
নাই বাগানে হাস্যে গানে পাগল গন্ডগোল।   
অনেক হল দেরি,  
আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।।

হল কালের ভুল,  
পুবে হাওয়ায় ধরে দিলেম দখিন হাওয়ার ফুল।   
এখন এল অন্য সুরে অন্য গানের পালা,  
এখন গাঁথো অন্য ফুলে অন্য ছাঁদের মালা।   
বাজছে মেঘুর গুরুগুরু, বাদল ঝরঝর,  
সজল বায়ে কদম্ববন কাঁপছে থরথর।   
অনেক হল দেরি,  
আজও তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি হেরি।।

1. শুধায়োনা, কবে কোন গান  
   কাহারে করিয়াছিনু দান।   
   পথের ধূলার পরে   
   পড়ে আছে তারিতরে   
   যে তাহারে দিতে পারে মান।

তুমি কি শুনেছ মোর বানী,  
হৃদয়ে নিয়েছ তারে টানি?  
জানিনা তোমার নাম,  
তোমারেই সঁপিলাম  
আমার ধ্যানের ধনখানি।।

1. জগতে আমাদের বিজন সভা— কেবল তুমি আর আমি।   
   সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা, মিনতি তব পদে স্বামী।   
   একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে ;  
   গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।   
   তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,  
   বাতাসে বনসভা শহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুট।   
   জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে—  
   যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।
2. কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস?  
   হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।   
   রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,  
   গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।   
   হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
3. ক্ষমা করো, ধৈর্য ধরো হউক সুন্দরতর  
   বিদায়ের ক্ষণ।   
   মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়, নহে বিচ্ছেদের ভয়,  
   শুধু সমাপন—  
   শুধু সুখ হতে স্মৃতি, শুধু ব্যথা হতে গীতি  
   তরী হতে তীর,  
   খেলা হতে খেলাশ্রান্তি, বাসনা হইতে শান্তি,  
   নভ হতে নীড়।।

দিনান্তুর নম্র কর পড়ুক মাথার ’পর  
আঁখি-’পরে ঘুম—  
হৃদয়ের পত্রপুটে গোপনে উঠুক ফুটে  
নিশার কুসুম।   
আরতির শঙ্খরবে নামিয়া আসুক তবে  
পূর্ণ পরিণাম  
হাসি নয়, অশ্রু নয়, উদার-বৈরাগ্য-ময়  
বিশাল বিশ্রাম।।

প্রভাত যে পাখি সবে গেয়েছিল কলরবে  
থামুক এখন।   
প্রভাতে যে ফুলগুলি জেগেছিল মুখ তুলি  
মুদুক নয়ন।   
প্রভাতে যে বায়ুদল ফিরেছিল সচঞ্চল  
যাক থেমে যাক।   
নীরবে উদয় হোক অসীম নক্ষত্রলোক  
পরমনির্বাক্।।

হে মহাসুন্দর শেষ, হে বিদায় অনিমেষ,  
হে সৌম্য বিষাদ,  
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির— মুছায়ে নয়ননীর  
করো আশীর্বাদ।   
ক্ষণেক দাঁড়াও স্থির, পদতলে নমি শির  
তব যাত্রাপথে—  
নিষ্কম্প প্রদীপ ধরি নিঃশব্দে আরতি করি  
নিস্তব্ধ জগতে।।

1. গান্ধারী। ধর্ম নহে সম্পদের হেতু  
   মহারাজ, নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু  
   ধর্মেই ধর্মের শেষ। মূঢ় নারী আমি,  
   ধর্মকথা তোমারে কী বুঝাইবে স্বামী,  
   জান তো সকলি। পান্ডবেরা যাবে বনে,  
   ফিরাইলে ফিরিবে না, বদ্ধ তারা পণে—  
   এখন এ মহারাজ্য একাকী তোমার  
   মহীপতি ! পুত্রে তব ত্যজ এইবার—  
   নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজ পূর্ণ সুখ  
   লইয়ো না। ন্যায়ধর্মে কোরো না বিমুখ  
   পৌরবপ্রাসাদ হতে। দুঃখ সুদুঃসহ  
   আজ হতে, ধর্মরাজ, লহো তুলি লহো,  
   দেহো তুলি মোর শিরে।

ধৃতরাষ্ট্র। হায় মহারাণী,  
সত্য তব উপদেশ, তীব্র তব বাণী !  
গান্ধারী। অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি  
আনন্দে নাচিছে পুত্র স্নেহমোহে ভুলি  
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—  
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে—  
ছললব্ধ পাপস্ফীত রাজ্যধনজনে  
ফেলে রাখি সেও চলে যাক নির্বাসনে—  
বঞ্চিত পান্ডবদের সমদুঃখভার  
করুক বহন।

1. বজ্র কহে, দূরে আমি থাকি যতক্ষণ   
   আমার গর্জনে বলে মেঘের গর্জন,  
   বিদ্যুতের জ্যোতি বলি মোর জ্যোতি রটে,  
   মাথায় পড়িলে তবে বলে— ‘বজ্র বটে !‘
2. কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,  
   আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি রে?  
   থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে  
   আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।
3. হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহপ্রাণ  
   কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান!  
   আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি  
   দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি—  
   আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি  
   শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান।।

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি  
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।   
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার গীতি—  
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে  
আমারে তুমি দেখিছ মধুর রসে  
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।।

1. আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারম্বার  
   ফিরেছি ডাকিয়া |  
   সে নারী বিচিত্র বেশে মৃদু হেসে খুলিয়াছে দ্বার  
   থাকিয়া থাকিয়া |  
   দীপখানি তুলে ধ'রে মুখে চেয়ে, ক্ষণকাল থামি  
   চিনেছে আমারে |  
   তারি সেই চাওয়া সেই চেনার আলোক দিয়ে আমি  
   চিনি আপনারে ||
2. তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,  
   তবু প্রভাতুর চাঁদ শান্তমুখে কয়,  
   অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে  
   প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।।
3. জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে  
   এ আশ্চর্য সংসারের মহানিকেতনে  
   সে ক্ষণ অজ্ঞাত মোর। কোন্ শক্তি মোরে  
   ফুটাইল এ বিপুল রহস্যের ক্রোড়ে  
   অর্ধরাত্রে মহারণ্যে মুকুলের মতো।।

তবু তো প্রভাতে শির করিয়া উন্নত  
যখনি নয়ন মেলি নিরখিনু ধরা  
কনককিরণ-গাঁথা নীলাম্বর-পরা,  
নিরখিনু সুখে দুঃখে খচিত সংসার—

তখনি অজ্ঞাত এই রহস্য অপার  
নিমেষেই মনে হল মাতৃবক্ষসম  
নিতান্তই পরিচিত, একান্তই মম।।

রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি  
ধরেছে আমার কাছে জননীমুরতি।।

1. যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,  
   কোন স্বর্গ পুরি তুমি করে থাকো আলো?  
   আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়  
   অকর্মন্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায় ||
2. তবু কি ছিল না তব সুখদুঃখ যত  
   আশানৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব, আমাদেরই মতো  
   হে অমর কবি ? ছিল না কি অনুক্ষণ   
   রাজসভা-ষড়যন্ত্র, আঘাত গোপন ?  
   কখনো কি সহ নাই অপমানভার,  
   অনাদর, অবিশ্বাস, অন্যায় বিচার,  
   অভাব কঠোর ক্রূর— নিদ্রাহীন রাতি  
   কখনো কি কাটে নাই বক্ষে শেল গাঁথি ?  
   তবু সে-সবার ঊর্ধ্বে নির্লিপ্ত নির্মল  
   ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্যকমল  
   আনন্দের সূর্য-পানে; তার কোনো ঠাঁই  
   দুঃখদৈন্য-দুর্দিনের কোনো চিন্হ নাই।   
   জীবনমন্থনবিষ নিজে করি পান  
   অমৃত যা উঠেছিল করে গেছ দান।।
3. নদীতীরে মাটি কাটে সাজাইতে পাঁজা  
   পশ্চিমি মজুর। তাহাদেরই ছোটো মেয়ে  
   ঘাটে করে আনাগোনা, কত ঘষা মাজা  
   ঘটি বাটি থালা লয়ে। আসে ধেয়ে ধেয়ে  
   দিবসে শতেকবার, পিত্তলকঙ্কণ  
   পিতলের থালি-'পরে বাজে ঠন্ ঠন্।   
   বড়ো ব্যস্ত সারাদিন। তারি ছোটো ভাই,  
   নেড়ামাথা, কাদামাখা, গায়ে বস্ত্র নাই,  
   পোষা প্রাণীটির মতো পিছে পিছে এসে  
   বসি থাকে উচ্চ পাড়ে দিদির আদেশে  
   স্থিরধৈর্যভরে। ভরা ঘট লয়ে মাথে,  
   বামকক্ষে থালি, যায় বালা ডান হাতে  
   ধরি শিশুকর। জননীর প্রতিনিধি,  
   কর্মভারে অবনত অতি ছোটো দিদি।।
4. এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়  
   যে প্রাণতরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়  
   সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্বিজয়ে,  
   সে প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে  
   নাচিছে ভুবনে, সে প্রাণ চুপে চুপে  
   বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে  
   লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,  
   বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে  
   বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমূদ্র-দোলায়  
   দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায় |  
   করিতেছি অনুভব, সে অনন্ত প্রাণ  
   অঙ্গে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান ||

সেই যুগযুগান্তরের বিরাট স্পন্দন  
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্তন ||

1. হে রাজেন্দ্র, তব হাতে কাল অন্তহীন।   
   গণনা কেহ না করে ; রাত্রি আর দিন  
   আসে যায়, ফুটে ঝরে যুগযুগান্তরা।  
   বিলম্ব নাহিকো তব, নাহি তব ত্বরা-  
   প্রতীক্ষা করিতে জানো। শতবর্ষ ধ'রে  
   একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে  
   চলে তব ধীর আয়োজন। কাল নাই  
   আমাদের হাতে ; কাড়াকাড়ি করে তাই  
   সবে মিলি ; দেরী কারো নাহি সহে কভু।।

আগে তাই সকলের সব সেবা, প্রভু ,  
শেষ করে দিতে দিতে কুটে যায় কাল,  
শূন্য পরে থাকে হায় তব পূজাথাল।।

অসময়ে ছুটে আসি, মনে বাসি ভয়-  
এসে দুখি যায় নাই তোমার সময়।।

1. আমি ভিক্ষা করে ফিরতেছিলেম  
   গ্রামের পথে পথে,  
   তুমি তখন চলেছিলে  
   তোমার স্বর্ণরথে।  
   অপূর্ব এক স্বপ্ন-সম  
   লাগতেছিল চক্ষে মম--  
   কী বিচিত্র শোভা তোমার,  
   কী বিচিত্র সাজ।  
   আমি মনে ভাবেতেছিলেম,  
   এ কোন্‌ মহারাজ।

আজি শুভক্ষণে রাত পোহালো  
ভেবেছিলেম তবে,  
আজ আমারে দ্বারে দ্বারে  
ফিরতে নাহি হবে।  
বাহির হতে নাহি হতে  
কাহার দেখা পেলেম পথে,  
চলিতে রথ ধনধান্য  
ছড়াবে দুই ধারে--  
মুঠা মুঠা কুড়িয়ে নেব,  
নেব ভারে ভারে।

দেখি সহসা রথ থেমে গেল  
আমার কাছে এসে,  
আমার মুখপানে চেয়ে  
নামলে তুমি হেসে।  
দেখে মুখের প্রসন্নতা  
জুড়িয়ে গেল সকল ব্যথা,  
হেনকালে কিসের লাগি  
তুমি অকস্মাৎ  
"আমায় কিছু দাও গো' বলে  
বাড়িয়ে দিলে হাত।

মরি, এ কী কথা রাজাধিরাজ,  
"আমায় দাও গো কিছু'!  
শুনে ক্ষণকালের তরে  
রইনু মাথা-নিচু।  
তোমার কী-বা অভাব আছে  
ভিখারী ভিক্ষুকের কাছে।  
এ কেবল কৌতুকের বশে  
আমায় প্রবঞ্চনা।  
ঝুলি হতে দিলেম তুলে  
একটি ছোটো কণা।

যবে পাত্রখানি ঘরে এনে  
উজাড় করি-- এ কী!  
ভিক্ষামাঝে একটি ছোটো  
সোনার কণা দেখি।  
দিলেম যা রাজ-ভিখারীরে  
স্বর্ণ হয়ে এল ফিরে,  
তখন কাঁদি চোখের জলে  
দুটি নয়ন ভরে--  
তোমায় কেন দিই নি আমার  
সকল শূন্য করে।

1. খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।   
   মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা,  
   মলিন ছায়ার মতো ক্ষীণ কলেবর।   
   ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দ্বার ঝাঁপি  
   রাত্রিদিন তীব্র জ্বালা জ্বেলে রাখে চোখে।   
   দুটো নেত্র সদা যেন নিশার খদ্যোত-হেন  
   উড়ে উড়ে খোঁজে কারে নিজের আলোকে।   
   নাহি যার চালচুলা গায়ে মাখে ছাইধুলা,  
   কটিতে জড়ানো শুধু ধূসর কৌপীন,   
   ডেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে,  
   পথের ভিখারি হতে আরো দীনহীন,  
   তার এত অভিমান- সোনারুপা তুচ্ছঞ্জান,  
   রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর-  
   দশা দেখে হাসি পায়- আর-কিছু নাহি চায়,  
   একেবারে পেতে চায় পরশপাথর।।
2. আজি হতে শতবর্ষ পরে  
   কে তুমি পরিছ বসি আমার কবিতাখানি  
   কৌতূহলভরে,  
   আজি হতে শতবর্ষ পরে !  
   আজি নব বসন্তের প্রভাতের আনন্দের  
   লেশমাত্র ভাগ,  
   আজিকার কোনো ফুল, বিহঙ্গের কোনো গান,  
   আজিকার কোনো রক্তরাগ-  
   অনুরাগে সিক্ত করি পারিব কি পাঠাইতে  
   তোমাদের করে,  
   আজি হতে শতবর্ষ পরে ||

আজি হতে শতবর্ষ পরে  
এখন করেছি গান সে কোন্ নূতন কবি  
তোমাদের ঘরে !   
আজিকার বসন্তের আনন্দ-অভিবাদন  
পাঠায়ে দিলাম তাঁর করে |  
আমার বসন্তগান তোমার বসন্তদিনে   
ধ্বনিত হউক ক্ষণতরে-  
হৃদয়স্পন্দনে তব, ভ্রমরগুঞ্জনে নব,  
পল্লবমর্মরে  
আজি হতে শতবর্ষ পরে ||

1. আমি চঞ্চল হে,  
   আমি সুদূরের পিয়াসী।   
   দিন চলে যায়, আমি আনমনে  
   তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে-  
   ওগো, প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী !  
   আমি সুদূরের পিয়াসী।   
   সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি-  
   মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাসরি।।

আমি উন্মনা হে,  
হে সুদূর, আমি উদাসী।  
রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়  
তরুমর্মরে, ছায়ার খেলায়,  
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি।  
হে সুদূর, আমি উদাসী।   
সুদূর বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি-  
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাসরি।।

1. তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,  
   তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,  
   অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে  
   প্রনাম করিয়া যাব উদিত রবিরে ।।
2. আমি যেথা আছি  
   মন যে আপন টানে তাহা হতে সত্য লয় বাছি |  
   যাহা নিতে নাহি পরে  
   তাই শূন্যময় হয়ে নিত্য ব্যাপ্ত তার চারি ধারে |  
   কী আছে বা নাই কী এ  
   সে শুধু তাহার জানা নিয়ে |  
   জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো বা কাছে  
   এখনি সে এখানেই আছে  
   আমার চৈতন্যসীমা অতিক্রম করি বহুদূরে  
   রূপের অন্তরদেশে অপরূপপুরে |  
   সে আলোকে তার ঘর  
   যে আলো আমার অগোচর ||